APR. 04 2001

ক্যাম্পাস আবার উত্তপ্ত ॥ তিন হলে পরস্পর বিরোধী দুই গ্রুপ প্রতিরাতে লিপ্ত হচ্ছে সংঘর্ষে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলে ছাত্রলীগের পরস্পরবিরোধী দু'টি গ্রুপ প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর লিপ্ত হচ্ছে সংঘর্ষে। গত সোমবার গভীররাতে সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের বিবাদমান দু'গ্রুপের মধ্যে চাপাতি, হামলা, কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ও ৮ রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়েছে। দু'জন ছাত্র এ সময় মারাত্মক আহত হয়েছে। চাপাতির আঘাতে একজনের আঙ্গুল ঝুলে পড়েছে। পুলিশ মধ্যরাত থেকে শেষ রাত পর্যন্ত পাঁচ দফা তল্লাসি চালিয়ে কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

সোমবার রাত সাড়ে এগারোটায় সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে রাসেলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'বিদ্রোহী গ্রুপ' লিমন ও মেহেদীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রতিপক্ষ 'বহিরাগত গ্রুপ'কে হল থেকে বের করে দেয়। ঘটনার মীমাংসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিম রাত বারোটায় হলে গিয়ে বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীদের রুমে রুমে পাঠিয়ে দেয় এবং 'বহিরাগত গ্রুপ'কে হলের গেস্ট রুমে ডেকে কথা বলছিলেন। হঠাৎ 'বহিরাগত গ্রুপের' কর্মীরা একেএম আজিমকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করলে বিদ্রোহী গ্রুপের কর্মীরা তেড়ে আসে। দু'পক্ষই খানেক চাপাতি ও চাইনিজ কুড়াল নিয়ে শক্ত অবস্থা নেয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হলে একেএম আজিম পুলিশের সহযোগিতা চান। হল গেটে অবস্থানরত পুলিশ দু'গ্রুপের হাতে ভারি অস্ত্র আছে, গুলি করতে পারে জানিয়ে সংঘর্ষ থামানো থেকে বিরত থাকে। এ সময় সংঘর্ষে মামুন ও হারুন নামের দু'ছাত্র আহত হয়। চাপাতির আঘাতে মামুনের একটি আঙ্গুল ঝুলে পড়েছে। সে এখন পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আহত হারুন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছে। হলের ভিতরে এভাবে রাত বারোটা থেকে তিনটা-সাড়ে তিনটা পর্যন্ত কয়েকদফা ধাওয়া পাল্টাধাওয়া চলতে থাকে পুলিশের সামনে। রাত তিনটার দিকে হল প্রভোস্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবী হলে আসেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ সারারাত পাঁচ দফা তল্লাসি চালিয়েছে তবে কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো কামরুজ্জামান সোহাগ, একরাম মিয়া, আবদুল্লাহ আল নোমান, হাসান উল্লাহ বাসার, আনোয়ার হোসেন জুয়েল, রেজাউল করিম রেজা, সৈয়দ রাসেল আহমেদ, তানভীর হাসান, ইসরাফীল ইসলাম, শাহজাহান মুকুল, মৃণাল কান্তি রায়, সুমন মেহেদী, হারুনুর রশিদ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক মোঃ খলিলুর রহমানকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সূর্যসেন হলের এই সংঘর্ষ বিশেষ উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা। কেউ কেউ এই ঘটনাকে 'পাতানো খেলা' বলেছেন।